যুগান্তর

তারিখ 16 AUG 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যশোর বোর্ডে খাতা পুনঃনিরীক্ষণের নামে অর্থ লুটপাট

যশোর ব্যুরো

যশোর শিক্ষা বোর্ডের বিরুদ্ধে এইচএসসির খাতা পুনঃনিরীক্ষণের নামে অর্থ লুটপাটের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এইচএসসির খাতা পুনঃনিরীক্ষণের জন্য ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৩০০ টাকা করে ফি নেয়া হলেও এর পেছনে খরচ হচ্ছে মাত্র ২০ টাকা। বাকি টাকা কোন খাতে যাচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ৩ আগস্ট যশোর শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসির প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গেছে মোট ১ লাখ ৯ হাজার ৯৯৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে কৃতকার্য হয়েছে ৭৪ হাজার ২৪০ জন। যশোর বোর্ডে পাসের হার ৬৭ দশমিক ৪৯ শতাংশ। এ হিসেব অনুযায়ী অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৬ হাজারের মতো। যশোর বোর্ডে এবার বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থী ফেল করেছে ইংরেজি ও রসায়ন বিষয়ে। হরতালের কারণে বারবার পরীক্ষা পেছানো এবং কয়েকটি বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ায় এই ফল বিপর্যয় ঘটেছে বলে জানা গেছে। এদিকে যশোর শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ ফেল করা শিক্ষার্থী ও যারা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের খাতা পুনঃনিরীক্ষণের জন্য ৪ আগস্ট থেকে ১০ আগস্ট পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেয়। পরে ঈদুল ফিতরের কারণে সময় ১৩ আগস্ট পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। বোর্ডের একজন কর্মকর্তা জানান, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রায় ৪০ হাজার শিক্ষার্থী খাতা পুনঃনিরীক্ষণের জন্য টেলিটকের মাধ্যমে আবেদন করেছে। শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছে, খাতা পুনঃনিরীক্ষণের জন্য তাদের কাছ থেকে ফি বাবদ ৩০০ টাকা আদায় করা হচ্ছে। অপরদিকে খাতা পুনঃনিরীক্ষণকারী শিক্ষকদের সম্মানী বাবদ (দুটি পত্র) দেয়া হচ্ছে মাত্র ২০ টাকা। ফলে শিক্ষার্থীদের মতো শিক্ষকরাও প্রশ্ন তুলেছেন খাতা পুনঃনিরীক্ষণ বাবদ ৩০০ টাকা ফি নিয়ে ২০ টাকা খরচ করার পর বাকি অর্থ কোথায় যাচ্ছে? এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে যশোর শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা শেখ বদিউজ্জামান জানান, সব বোর্ডের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফি নেয়া হচ্ছে। তবে খাতা পুনঃনিরীক্ষণের জন্য সম্মানী বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।